PARADISE AND THE PERI.

RANSLATED INTO BENGALI FROM MOORE'S

LALLA ROOKH.

পরী ও স্বর্গ।

লালারুখ্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি কাব্য
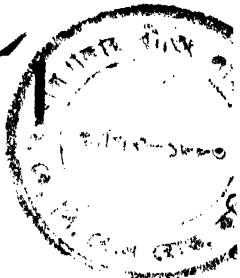
হইতে অনুবাদিত।

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং ভবনে সুচারু যন্ত্রে

শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৩।

পরী ও স্বর্গ

বসিয়া বিষাদ ভরে,   কপোল বিন্যাসি করে,
একদা প্রত্যূষে এক পরী
ছিল স্বর্গপুরী-দ্বারে,   সেই নিত্য সুখাগারে
সতৃষ্ণ নয়নে লক্ষ্য করি।
দুয়ার ঈষত মুক্ত   ছিল কিবা প্রভাযুক্ত !
পুরীর বিমল জ্যোতি তাই
পড়েছিল আলো করি,   কিবা শোভা মরি মরি !
পরী-পক্ষোপরি ঠাঁই ঠাঁই।
নিরন্তর ঝর ঝর   ঝরিতেছে কি নির্ঝর
সুমধুর পুরীর অন্তরে ;
যার জল করি পান,   অক্ষয় জীবন দান
পান যত ত্রিদিব-অমরে।
শুনি সে নির্ঝর-ধ্বনি,   মোহিত হইয়া ধনী,
অনুতাপ করে সরোদনে:—
কেন পরী করি পাপ   পাইল এ অভিশাপ,
হারাইল এ সুখ সদনে।

কি শোভে কুসুম রাশি, সদা যেন আছে হাসি,
না শুকায় নাহি ঝরে তারা।
সুখী সে পুণ্যাত্মাগণ, তার মাঝে অনুক্ষণ
বিচরণ করিছেন যাঁরা।
ভূলোকে স্থলে কি জলে, গ্রহলোকে নভঃস্থলে,
যথা যত আছে পুষ্পবন,
সব স্থানে গতি, আর আছে মম অধিকার,
সকল কুসুম মোর ধন।
কিন্তু সেই সব ফুল নহে যোগ্য দিতে তুল,
ত্রিদিব কুসুম-শোভা সনে—
আকাশ-বিহারী পরী বলে তাই খেদ করি,
সকাতরে করুণ বচনে।

বলে কিবা ঝল মল, রবিকরে করে জল
সরোবরে, শীতল কাশ্মীরে,
হ্রদের মাঝারে আছে দ্বীপ, সুশোভিত গাছে,
ছায়া তার কি শোভে সে নীরে।
কিবা ঝম ঝম স্বানে সেই সুশীতল স্থানে
নিরন্তর ঝরিছে নির্ঝর।
কনক কণিকাময় সিংস্থহে* সলিলচয়
বহিতেছে কেমন সুন্দর!
কিন্তু হ'লে পাপক্ষয় স্বর্গে বাস যার হয়,
সে ভিন্ন বলিতে পারে কেবা

* কাশ্মীরের হ্রদ।

কি বিমল সেই বারি সুচিকণ স্নিগ্ধকারী,
যে বারিতে হয় তার সেবা।

সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, পক্ষভরে সব লোক
একে একে করিয়া ভ্রমণ,
যেইখানে যত রস হ'য়ে ভোগ-পরবশ
ভুঞ্জি যদি বর্ষ অগণন,
তাতে সুখ যা উপজে মন নাহি তায় মজে,
পারি তায় দিতে বিসর্জ্জন,
যদি ঘটে এ সুযোগ, ত্রিদিবের সুখ ভোগ
করিতে পারি হে একক্ষণ।

জ্যোতির্ম্ময় পুরীদ্বার, প্রতিহারী যিনি তার,
সেই দেব তেজঃপুঞ্জ অতি,
হেরি পরী-আঁখি ঝরে, শুনি সে বিলাপ করে,
দয়ার্দ্র হলেন মহামতি।
নয়নে চমকে তাঁর বাষ্পবিন্দু চমৎকার,
শোভা কিবা হয় আঁখিবরে.
ত্রিদিবে নির্ঝর ধারে ইন্দীবর যে প্রকারে
শীকর লাগিলে শোভা ধরে।
দেব কন ধীরে ধীরে স্নেহ করি সে পরীরে,
হে অপ্সরকুলের কুমারি!
পতিত তোমরা বটে, কিন্তু স্বর্গে বাস ঘটে
পুন, শুন বলি বিধি তারি।

আছে লেখা বিধাতার, পরী-পাপ পরিহার
হয়, যদি সে পাপিনী কভু,
এ দ্বারে আনিতে পারে কোন জাতি উপহারে,
যায় অতি প্রীত হন প্রভু।
তাই বলি, অন্বেষণ কর গিয়ে সে রতন,
দেখ যদি হয় পাপক্ষয়।
পাতকী পাইলে ত্রাণ, ত্রিদিবে তাহারে স্থান
দিতে হয় আনন্দ উদয়।

যেই ঊষা আহা মরি! আঁখি উন্মীলন করি
দৃষ্টিপাত করিলেন লোকে,
নয়ন হইতে তাঁর স্ফুরে অংশু চমৎকার ;
সে অংশু আশ্রয়ে ইহ লোকে
নামি এলো বেগে পরী, শূন্যপথে হু হু করি,
যথা মাধ্যাকর্ষণের টানে
মরীচিমালীর প্রতি ধায় অতি দ্রুত গতি,
ধূমকেতু যতেক বিমানে।
কিম্বা আরোহিতে স্বর্গ দুঃসাহসী দৈত্যবর্গ
আসে যবে নিশীথ সময়ে,
করিতে তাদের দণ্ড প্রজ্বলিত লৌহদণ্ড
নিক্ষেপ করিলে সুরচয়ে—
সেই দণ্ড অন্ধকারে নক্ষত্র পতনাকারে
যেমন প্রচণ্ড বেগে ধায়,

তেতোধিক বেগে আসি, শূন্যোপরি ভাসি ভাসি,
হেরে পরী বিশাল ধরায়।

কিন্তু যেই উপহার উপাদেয় বিধাতার,
কোথা পাই ভাবে পরী তাই।
বলে, এ ধরণীতলে কিবা জলে কিবা স্থলে,
কিছু মোর অগোচর নাই।
জানি যথা চিল্মিনার,* প্রতি স্তম্ভমূলে তার
আছে কত করঙ্কে নিহিত
গুহ্যকের গুপ্তধন, মণিরত্ন অগণন,
প্রভা তার বর্ণনা অতীত।
জানি যথা আরেবিয়া, রবিকরে উজলিয়া
অমেঘ অম্বর নীচে রয়।
তাহার দক্ষিণ ভাগে জলধি মাঝারে জাগে,
সুগন্ধি আকর দ্বীপচয়।
জেমসিদ † শ্রেষ্ঠ যক ছিল তার যে চষক,
রতনে খচিত মনোহর,
যাহাতে ঝকিত তার অরিষ্ট সুবর্ণ-সার,
সুমধুর আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর।
জানি যথা সে চষকে লুকায়েছে সব যকে,
কিন্তু তায় কিবা উপকার।
এ সব নহেক যোগ্য হইতে দেবের ভোগ্য,
কেমনে তা দিব উপহার।

---

* চিল্মিনার, চেহেল্মিনার, চল্লিশ চূড়া অর্থাৎ চল্লিশ চূড়-মসিদ।

† প্রধান যক্ষের নাম।

বিভুর যে সিংহাসন, মরি কিবা সুশোভন !
রতনেতে তাহারি সোপান ;
কে কোথা দেখেছে কবে এমন রতন ভবে,
যার প্রভা তাহারি সমান।
অরিষ্টক আয়ুষ্কর কিবা হবে কার্য্যকর,
যেখানে অমৃত সরস্বান্ ;
চিরায়ুরে আয়ুদান তুল্য হবে সে বিধান,
জলধিরে যথা পাদ্যদান।

সুরম্য ভারত যথা ভাবিতে ভাবিতে তথা
পরী আসি হ'ল উপনীত।
যথা বহে অনুক্ষণ সুধাময় সমীরণ,
দেহ যায় হয় পুলকিত।
যেখানে জলধিতলে আছে নিমগন জলে,
প্রবাল স্ফাটিকাধার কত ;
গিরিগুহা গর্ব্ভে ধরে, সমত্ত্বা ভাস্কর-করে,
হীরক অপূর্ব্ব শত শত।
যেখানেতে কূলবতী স্বচ্ছজলে স্রোতস্বতী,
স্বর্ণরেণু প্রবাহিত তায় ;
যেন কুলবতী সতী সুবর্ণেতে রূপবতী
হ'য়ে পতি আলিঙ্গনে ধায়।
যেখানে মলয়-কুঞ্জ, সুরভি পাদপপুঞ্জ,
চৌদিক করিছে আমোদিত।

কেমন সুখের স্থান ! তাকেই স্বরগ জ্ঞান
করি পরী হইত মোহিত।
কিন্তু আজি কোথা সব ভারতের সে বিভব !
নদ নদী নররক্তময় !
শব পচি বাষ্পবান, উঠিছে মৃত্যুর ঘ্রাণ
হ'তে যত নিকুঞ্জ নিচয়।
নির্ম্মল কুসুমচয় ছাড়ে বাস সুধাময়,
সে বাসে মিশায় বিষ নরে ;
মরিয়া স্বজাতি হাতে, পচিয়া জলেও তাতে
নিজে নর যে বিষ উগরে।
উজ্জ্বল ভারতভূমি ! সূর্য্যের নিজস্ব তুমি,
সূর্য্যবংশ-রাজনিকেতন।
এত বড় স্পর্দ্ধা কার ! কে আসে তোমার ধার,
করিতে তোমায় আক্রমণ।
পুণ্যাশ্রম যত তব, সারি সারি স্তম্ভে সব,
হ'য়ে আছে কিবা শোভাময় !
গিরিগুহা-অভ্যন্তরে কত তীর্থস্থান ধরে,
বৌদ্ধ-মঠ কত স্থানে রয়।
এই সব দেবালয়, পাষাণ মূরতিচয়,
রাজরাজ্য সহস্র তোমার ;
নিধন করিতে সবে, বিভবাদি হরি লবে
বলি, কেবা এসেছে এবার।
জানি জানি গিজ্‌নিপতি কোপাবিষ্ট হয়ে অতি
প্রবেশিছে ভারতবরষে।

যে দিকে ধাইছে বীর   সর্ব্বনাশ তথা স্থির,
ছারখার তাহার পরশে !
ভূপগণ-শিরোভ্রষ্ট   কিরীট, আহা কি কষ্ট !
গড়াগড়ি বীর-পদতলে ;
যতনের যেই রাণী,   তার কণ্ঠভূষা টানি
দেয় বীর কুকুরের গলে ।
অন্তঃপুর পুণ্যস্থানে   গিয়া বীর তথা হানে
কুলের কামিনী অগণন ;
মন্দিরে প্রবেশ করি   প্রাণে বধে, আহামরি !
যত সব যাজক ব্রাহ্মণ ।
স্বর্ণপুরী দেবালয়,   সব তার করি লয়
চিকণ ভগ্নাবশেষ তার
ঢালে রাশি রাশি করি   সিন্ধুতীর্থ-জলোপরি,
স্রোত তার চলা হয় ভার ।

নীচে যেই চায় পরী   দেখে রণক্ষেত্রোপরি,
রক্তারক্তি অতি হুলস্থুল !
স্পষ্ট নাহি লক্ষ্য হয়   যা কিছু তথায় রয়,
চারি দিক এমনি পাংশুল ।
ধূমিকায় ভেদ করি   যুবা এক দেখে পরী,
রণকৃতী স্বদেশানুরাগী,
দাঁড়ায়ে আছে সে বীর   সিন্ধুতীরে হ'য়ে স্থির,
প্রাণপণ করি দেশ লাগি ।

নাহি ছিল সঙ্গে তার সহচর কেহ আর,
নিষঙ্গেতে ছিল এক বাণ,
আর ছিল আগাভাঙা, রুধিরে কেবল রাঙা,
কৃপাণ করেতে এক খান।
রণে ক্ষান্ত হও অহে, যবন যুবায় কহে,
না বধিব তোমার পরাণ ;
জয়লব্ধ যে বিভব, রাজ্য আদি করি সব
তোমারে করিব অংশ দান।
যুবা কিছু নাহি বলে, শুদ্ধ হেরে সিন্ধুজলে
আলোহিত স্বজাতি শোণিতে।
সবে মাত্র বাণ যেই ছিল তার তূণে সেই,
লয় তারে তূণীর হইতে।
করিয়া বিশেষ লক্ষ্য দুরাত্মা যবন-বক্ষ,
প্রত্যুত্তর স্থলে তায় হানে।
শর ধরে বক্রগতি, বেঁচে যায় গিজ্নিপতি,
শেষে সে যুবায় বধে প্রাণে।
পরী লক্ষ্য করি তায়, রণ-কোলাহল সায়
হ'লে, এক অংশু করি ভর,
ছিল সেই যুবা যথা মৃতপ্রায় পড়ি, তথা
ধায় পরী নামিয়ে সত্বর।
যখন যুবক হিয়ে যায় আত্মা বিদরিয়ে,
তা হ'তে যে রক্তবিন্দু ঝরে,
সেই শেষ বিগলিত রক্তবিন্দু গৌরবিত
লয়ে পরী উঠিল অম্বরে।

উঠিতে উঠিতে পরী ' সে বিন্দু উদ্দেশ করি
বলে, মোর এই উপহার !
হয় যেন গ্রাহ্য তথা, অনন্ত আলোক যথা
দীপ্যমান রয় অনিবার।
সমর ভূমিতে যত হয় রক্ত বিনির্গত,
পাপেতে পঙ্কিল প্রায় হয় ;
কিন্তু দেশরক্ষা জন্য যে রুধির ঝরে, ধন্য
হয় তাহা জানিবে নিশ্চয়।
এমন বিমল তাহা, তাহার পরশে আহা !
কলঙ্কিত কদাচ কি হয়,
সুরলোক-প্রবাহিণী পুণ্যতম যে বাহিনী,
তাহার সলিল পুণ্যময়।
বলে যদি ধরা ধরে এমন পদার্থবরে,
বিভুরে যা প্রীতি দিতে পারে !.
তবে তাহা সে রুধির, উৎসর্গ যা করে বীর,
স্বদেশ স্বাধীন করিবারে।

লয়ে সেই উপহারে দিল পরী স্বর্গ-দ্বারে,
প্রতিহারী দেবের সকাশে ;
ধরি অস্র নিরমলে নিজ চারু করতলে,
পরী প্রতি দেব এই ভাষে—
যে জন স্বদেশ লাগি হয় পরি তনুত্যাগী,
শৌর্য্য তার করিতে বরণ,

আইলে সে এই দ্বারে অতি সমাদরে তারে
করে থাকি বটে আবাহন।
কিন্তু দেখ দেখ পরি! সরে না, বল কি করি,
ত্রিদিবের স্ফাটিক অর্গল,
এ হ'তে বিমলতর উপহার দিলে পর
হবে পরি অর্গল সরল।

পরীর প্রথম আশ লভিবারে স্বর্গবাস
হ'ল যেই এরূপে বিফল;
দক্ষিণাভিমুখে ধায়, উত্তরিল আফ্রিকায়,
যথা শোভে তার শুভ্রাচল।
তথা আসি লয় পরী পক্ষদ্বয় স্নিগ্ধ করি,
সেকি তায় সে উৎস-সলিল,
যে উৎসেতে অভ্যুদয় মিশর নদের হয়,
প্রসিদ্ধ আখ্যান যার নীল।
নির্জ্জন নিভৃত অতি চারি দিকে বনস্পতি
ঘেরে আছে নীল প্রস্রবণ।
জল-দেবতারা নাকি যত্নে তায় রাখে ঢাকি,
পাছে করে নরে দরশন।
নিরমল ক্ষুদ্রকায় দোলায় শিশুর প্রায়,
সদ্যোজাত নীল বীর যথা,
জল-দেবতারা আসি দেখি নীল শিশু হাসি
সদা নৃত্য করে নাকি তথা।

নীল উৎসে স্নান করি , স্বর্গ-নির্ব্বাসিত পরী
বিষাদে আকাশ পথে ফিরে :
হেরে মিশরের শত পামকুঞ্জ, দরী যত,
রাজকুল-সমাধি মন্দিরে।
কভু শুনে পাতি কাণ কপোতমিথুন-তান,
রসেটা * সৈকতদেশ যথা ;
কখন মিরিশ † হ্রদ নয়নের প্রীতিপ্রদ,
হেরে পরী কত শোভা তথা।
নিশায় নীলিমা তার ধরে শোভা চমৎকার,
তরঙ্গে কি রঙ্গ হয় তায়,
সিতপক্ষ পেলিকান ‡ বধিতে মীনের প্রাণ
মাঝে মাঝে তথা যেই যায়।
সকৌতুকে হেরে পরী কি শোভা সে পক্ষোপরি,
শশীর কিরণ খসি তায়—
আহা সেই স্থান সম মনোহর অনুপম
নরে নাহি দেখেছে কোথায়।
উপত্যকা কি শোভন ! তাতে ফল অগণন
হিরণ্ময় সম শোভাকর,
যেন পোয়াতেছে তারা, বোধ হয় এই ধারা,
শীত-ভানু-কর স্নিগ্ধকর।
খর্জ্জূর পাদপচয় আলু থালু কি শোভয়
পত্র-ভরে অবনত শিরে,

---

* রসেটা—নীল নদের মুখের সমীপবর্ত্তী সৈকত ভূমি।
† মিরিশ—মিশরের দেশবিশেষের নাম।
‡ পেলিকান—পক্ষিবিশেষ।

যুবতী ঢুলিয়ে গিয়ে পড়ে যেন শয়নীয়ে
নিদ্রাবেশে অতি ধীরে ধীরে।
কুমারী কমলকলি পতিত্বে বরিবে বলি
দিবাকরে, নিশি প্রভাতিলে,
মার্জ্জিত করিছে রূপ, ঐ দেখ কি অপরূপ!
সারা রাতি হ্রদের সলিলে।
ভগ্ন দুর্গ দেবালয় ইতস্ততঃ কিবা রয়!
হেরি হয় এইরূপ জ্ঞান —
হর্ম্ম্য রাজি সুশোভন স্বপ্নে করি দরশন,
জাগি তায় করিতেছি ধ্যান;
কিন্তু মনে নাহি হয় অবয়ব সমুদয়,
অপূর্ণ হতেছে ছবি খান!
অপ্সরা আলয় হবে এই হয় অনুভবে,
দেখি সেই প্রদেশ বিজন:
নাহি তথা দরশন, কিম্বা হয় আকর্ণন,
জীবের আকার আলাপন।
মাঝে মাঝে জলচর- পক্ষিবিশেষের স্বর
কেবল প্রবেশে শ্রুতিমূলে।
কখন বা সুলতানা* ধূম্রপত্র পরিধানা,
অনুপমা বিহঙ্গমকুলে,
কোন ভগ্ন স্তম্ভোপরি স্থির ভাবে স্থিতি করি
প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি প্রায়,

---

* সুলতানা—পক্ষিবিশেষ।

নয়নের পথে আসে. শশধর পরকাশে,
মেঘজাল সরে যেই যায়।
আহা কে জানিবে বল! এমন স্থরম্য স্থল
নিস্তব্ধ নিরুপদ্রব হায়!
এখানেও ছাড়ে নাই আসিতে রে সে বালাই,
মারি-দৈত্য কৃতান্ত-সহায়।
মরুভূমি বালুময় সাহারা * যেখানে হয়
রবির কিরণে আলোহিত,
বাত্যা অতি ভয়ঙ্কর হ'তে সেই মরুবর
মাঝে মাঝে হয় সমুত্থিত।
সৈমুম † আখ্যাত হয় সেই বাত বিষময়,
তরুকুল পরশিলে তায়,
অমনি শুকায়ে যায়, বর্ণ হয় কালী প্রায়,
ধরাতলে পড়িয়া লুটায়।
কিন্তু সৈমুমের বিষ নাহি ধরে এত রিশ,
করিবারে তরুকুল ক্ষয়,
যত রিশ পরকাশে নর নারী সব নাশে,
সেই বাত যা হয় উদয়
মহামারী আগমনে, তার পক্ষ সঞ্চালনে,
স্পর্শে যার নিধন নিশ্চয়।
মারি-পক্ষজাত-বায়ু এত শীঘ্র নাশে আয়ু,
কিবা তার দিব পরিচয়—

---

* সাহারা—আফ্রিকার বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি।

† সৈমুম—বিষময় বায়ু বিশেষ। সাহারা প্রদেশে এই বায়ু প্রবাহিত হয়।

এই অপরাহ্ণ কালে অরুণ কিরণ-জালে
বদন কমল যে সবার
হ'ল এত প্রফুল্লিত, লাবণ্যেতে সুরঞ্জিত,
কিন্তু এবে কত জন তার
ছট ফট করে হায় ! পড়ি গড়াগড়ি যায়,
মৃত্যুশয্যা করি আলম্বন ;
মুখাম্বুজ সে সবার নাহি উজলিবে আর
দিনমণি উদিবে যখন।
অগণন প্রাণী মরে, কে কার সমাধি করে,
হেরি পরী করে হায় হায় !
দেখে কোথা নাহি কেহ, ছড়াছড়ি মৃত দেহ,
কৌমুদী শয়ান শুধু তায়।
বীভৎস দর্শন অতি মরি মরি কি দুর্গতি !
শকুনীও দেখিয়ে পলায়।
কদাকার সে আহার বমি উঠে গন্ধে তার,
না করে ভক্ষণ গৃধ্র তায়।
জনপদ ছার খার ! পথে ঘাটে নাহি আর
চলে কোন নর কি ভূচর ;
দ্বিযাম যামিনী হ'লে কেবল বেড়ায় চলে
হায়েনা * শৃগাল ভয়ঙ্কর।
অবিবাদে শবাহার করি, করে কি বিহার !
সর্ব্বনাশ তার উপনীত,

* হায়েনা—শৃগালের ন্যায় বন্য পশু বিশেষ।

যে মরণ প্রতীক্ষায় গড়াতে গড়াতে হায় !
হয় তার নয়নে পতিত।
বিকট নীলাভ সেই জ্বলন্ত নয়ন যেই
পড়ে হে মুমূর্ষু জন-প্রতি,
অমনি তাহারে ধরে, জীবন্ত ভক্ষণ করে,
উহুঁ কি দুর্গতি কি দুর্গতি !

এ সব দুর্গতি পরী হেরি উঠে সে শিহরি,
বলে নর কৃপাপাত্র অতি !
বারেক করিয়া পাপ চিরদিন পেলে তাপ,
এ পাপেতে কেন হ'ল মতি।
এখনো তথাপি তব কিছু কিছু হে মানব,
স্বর্গ-সুখে আছে অধিকার।
মোহের দানব হায় ! কিন্তু রাখে ঢাকি তায়,
বিস্তারিয়া নিবিড় আঁধার।
এই বলি সকাতরে, পরী দুনয়ন ঝরে,
চৌদিকে বিশুদ্ধ বায়ু বয়—
দয়ার্দ্র অপ্সরা সবে নর-দুঃখে কাঁদে যবে,
তখন অপূর্ব্ব এই হয়।
এমন সময়ে পরী শুনে মনঃ স্থির করি,
আর্ত্তনাদ পশিল শ্রবণে :
দেখে এক লেবুকুঞ্জ, লেবু তায় পুঞ্জ পুঞ্জ
ঝুলিছে মুকুলগুচ্ছ সনে।

যখন সে ফল ফুলে বায়ুর হিল্লোলে দুলে,
মরি কি অপূর্ব্ব শোভা ধরে !
বৃদ্ধ যেন বাল সনে অতি নিরমল মনে
আনন্দে মিলিয়া খেলা করে।
পরী দেখে সে মঞ্জুলে এক হ্রদ-উপকূলে,
লুকাইয়া সে নিশীথ কালে,
করিয়াছে আগমন তথা যুবা এক জন,
আলিঙ্গন করিবারে কালে।
ভাল বেলা যেই জন অনেক জনের মন
করেছিল প্রেমে আকর্ষণ,
এখন সে মরে হায় ! কেহ নাহি দেখে তায়,
নাহি করে অশ্রু বিসর্জ্জন।
দেখি মনে হয় হেন কভু সে কাহার যেন
নাহি ছিল স্নেহের ভাজন ;
কেহ না সেবিছে তায়, কিম্বা নিবাইছে হায় !
দারুণ পিপাসা হুতাশন,
(দাহন করিছে যায় জ্বলন্ত অনল প্রায়
যুবক-হৃদয় অনিবার)
দিয়ে সে হ্রদের জল করিছে যা ঝলমল
নয়নের উপরে তাহার।
নাহি পাশে কোন জন শেষের সে সম্ভাষণ
করিবারে পরিচিত রবে,
দূরের সঙ্গীত প্রায় যে রব শ্রবণে যায়,
অন্য রব লয় পায় যবে।

সব ফুরাইলে যবে   জীবাত্মা ছাড়িয়া ভবে
হয় তার কূলে উপনীত,
সেই প্রিয় সম্ভাষণে,   বিদায়ের সে বচনে
কতই সে হয় প্রফুল্লিত।
সাহস তাহায় কত   হয় তার উপগত,
ভাসাইতে তার ক্ষুদ্র যান,
অনন্তের সে সলিলে   পার নাহি যার মিলে,
কেহ যার না জানে সন্ধান।
অনাথ যুবক হায়   সবে ছাড়িয়াছে তায়,
কতই কাতর তার প্রাণ,
কিন্তু তার সে সময়   কথা এক মনে হয়
মরণেও করে শান্তি দান :—
প্রণয় যাহার সনে   করেছিল সে যতনে,
যে কখন হইত আপন
সে রমণী নিরাময় ;   তারে না সেবিতে হয়
এ নিশার বিষাক্ত পবন।
তাহার যে পিত্রালয়   হয় যেন ইন্দ্রালয়,
তথা বালা অবস্থিতি করে,
যেখানেতে গন্ধসার   ধূমবান্ অনিবার,
নির্ঝর যেখানে সদা ঝরে।
চন্দন, নির্ঝর-জল,   গন্ধময়, সুশীতল
করে সেই সমীর সকল,
ব্যজন যে সমীরণ   করে বালা-চন্দ্রানন,
উভয়ে সমান নিরমল।

কিন্তু দেখ ও কে আসে চুপি চুপি অপ্রকাশে,
বিষাদ-আলয় কুঞ্জে ধায়,
মরি কি আকার তার, সুস্থতার অবতার,
কপোলে কুঙ্কুম যেন ভায়।
দূর হতে যুবা তায় অপ্রফুল্ল চন্দ্রিমায়
নিরখি নিরখি চিনে লয়,
দেখে এ যে সে কুমারী, যাহার সঙ্গেতে তারি
স্থির আছে হবে পরিণয়।
যে থাকিতে তার সনে যাবে যম-নিকেতনে,
প্রতিজ্ঞা না ছাড়ে তায় কভু,
যে কেবল তারে চায়, না হবে ছাড়িয়ে তায়
সসাগরা পৃথিবীর প্রভু।
বালা উপনীত হয় যথা যুবা শুয়ে রয়,
করে তায় গাঢ় আলিঙ্গন।
যুবার মলিন মুখে করে বালা অতি সুখে
তার চন্দ্রানন সমর্পণ।
সেকিতে নাথের শির, যার দাহে সে অধীর
হয়ে কাতরিছে অতিশয়,
ডুবায় হ্রদের জলে বালা নিজ সে কুন্তলে,
আলু থালু হ'য়ে যাহা রয়।
এমন যে কভু হবে যুবক বিমুখ রবে,
ভয়ে সে করিবে পলায়ন,
হ'তে বালা ভুজদ্বয়, সুকোমল পুণ্যময়,
তার প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন :

যুবক কখন তাহা মনেতে ভাবেনি আহা !
স্বপনে দেখেনি কদাচন !
এত পুণ্যবতী সতী যুবা মনে সে যুবতী,
পাবন এত সে আলিঙ্গন,
যে তার তুলনা-স্থল হয় শুধু সেই স্থল
সুর-শিশু যথা সুরলোকে
যতনে লালিত হয়, যার সম পুণ্যময়
পীঠ নাহি কোথাও ত্রিলোকে ।
কিন্তু একি বিপরীত, যুবা এবে হয় ভীত
যুবতী চুম্বিতে এলে পরে,
কভু চায় তার পানে, কভু মুখ ফিরে আনে,
কাঁপিতে কাঁপিতে থরে থরে :
বালা যেই ওষ্ঠাধরে ধরিছে চুম্বন তরে,
যেন কত হলাহল ধরে ।
এখন যে ওষ্ঠাধর হয় এত অগ্রসর,
ঘেঁসেনি যুবায় কভু ভ্রমে
না যাচিলে বার বার ; যাচিলেও সে আবার
আসিত বা কতই সম্ভ্রমে ।
দাও দাও বলে ধনী, প্রাণেশ হৃদয়মণি !
দাও মোরে করিতে গ্রহণ
শুধু সে অনিল সুধা, তার লাগি মোর ক্ষুধা,
যা করিছ গ্রহণ রেচন :
সুধা কিম্বা বিষময় যাই সে অনিল হয়,
তাই মোর তৃপ্তির কারণ ।

পারি নাথ যতক্ষণ করিতে হে বরিষণ
আঁখি জল, কর তায় পান :
মোর হৃদে যে রুধির, জানত দয়িত স্থির,
যদি করে শমতা বিধান,
প্লাবিত করি হে তায়, মুহূর্ত্তের তরে হায় !
করিতে তোমারে শান্তি দান।
ফিরায়ো না হে বল্লভ, ও প্রিয় বয়ান তব,
হেরে যায় হয়েছি মোহিত,
আমি নহি কি তোমারি, তব প্রণয়িনী নারী,
তোমার রমণী মনোনীত।
তবে কেন যাও দূরে থাকিয়ে হৃদয়-পুরে,
একি হয় বিহিত বিধান,
জীবনেতে কি মরণে থাকিব তোমার সনে,
তব পাশে সদা মোর স্থান।
দয়িত কি জান না রে, অন্ধকার এ সংসারে
আমার যে আলোক সঙ্গতি,
হয় তাহা বিকীরণ হতে তব চন্দ্রানন,
বুঝ তবে মোর কি দুর্গতি
তুমি হলে হে অন্তর ; গেলে তুমি লোকান্তর,
উদিবে রজনী মোর ঘোর,
সুদীর্ঘ বিষাদময় নাথ সে রজনী হয়,
সবে না সবে না তাহা মোর।
তুমি কি করেছ মনে ধরিব হে এ জীবনে,
গেলে তুমি শমন-ভবন,

কাণ্ড গেলে শুকাইয়ে, পল্লব কি থাকে জীয়ে,
ধ্রুব তার হইবে পতন ;
তরু পল্লবের যথা তুমি নাথ মোর তথা
হও যে হে জীবন কারণ।
তাই বলি ও বয়ানে ফিরাও হে মোর পানে
যতক্ষণ তোমার মতন
নাহি হই শুষ্ককায়, পুড়ে মরি হে জ্বালায়,
নাহি করি ভূতলে শয়ন।
এ যুগল ওষ্ঠাধর যতক্ষণ স্নিগ্ধকর
আছে, নাথ ! কর পান কর,
এর সুধা সুশীতল অবিকৃত সুবিমল
থাকে না হে, শুকায় সত্বর।
বলিতে বলিতে হয় বালার বলের ক্ষয়,
লুটায়ে সে পড়িল ধরায়,
নয়নে যে জ্যোতি ছিল ধিকি ধিকি তা নিবিল,
অন্ধকূপে দীপশিখা প্রায়।
আর্দ্র অচঞ্চল বায়ু ক্ষয় করে দীপ-আয়ু
যথা কূপে অথবা গুহায়,
যুবার বিষাক্ত শ্বাস তেমতি করিল নাশ
কুমারীর নয়ন প্রভায়।
যুবার ঘনাল কাল, উঠিল আবার টাল,
হ'ল সব গ্লানি অবসান,
না জীয়ে রমণ আর, বামা আর একবার
সতৃষ্ণে চুম্বন করে দান ;

সুদীর্ঘ চুম্বন শেষ, করিতে করিতে শেষ
করিল কুমারী নিজ প্রাণ।

•

"ঘুমাও আমরি মরি" সম্ভাষে বালায় পরী,
ধীরে ধীরে করিয়ে হরণ
সেই প্রাণানিল, যাহা বালা উচ্ছ্বসিয়ে আহা!
হ'ল মহানিদ্রায় মগন।
যেই প্রাণানিল হয় কেবল সতীত্বময়;
যার পর সতীত্ব কখন
রমণী হৃদয়ে ঠাঁই কোন কালে পায় নাই,
না দেখেছে কভু কোন জন।
আছে এক পাখী, যার দ্বিতীয় নাহিক আর,
সহস্র বরষ আয়ু তার
জীয়ে পরিমিত কাল, যখন ঘনায় কাল,
সাজায় সে চিতা আপনার।
জ্বালে চিতা পক্ষবাতে, ভস্ম হয় বসি তাতে,
ভস্ম হ'তে উঠে পাখী আর।
মায়ার ব্যাপার সেই চিতা সুসজ্জিত যেই
হয়, আর অমনি তখন
অপূর্ব্ব সৌরভ ছুটে, সুমধুর বায়ু উঠে,
পাখী তায় হইয়া মগন
ধরে নিজ মৃত্যুগান. গাইতে গাইতে প্রাণ
অতি সুখে করে বিসর্জন।

সেই মত বলে পরী . বালারে উদ্দেশ করি,
হও তুমি সৌরভে মগন ;
যে বায়ু সে চিতাস্থলে উঠে, বালা ! মায়াবলে,
তা হ'তে মধুর সমীরণ
ব্যজন করুক তোরে, ঘুমা রে সৌরভ ঘোরে,
দেখিতে দেখিতে সুস্বপন।

এরূপে বালায় বরি অলৌকিক বায়ু পরী
বিস্তারিল করিয়া ফুৎকার,
কণ্ঠমালা সুচিকণ দোলাইয়ে বিকীরণ
করিল কিরণ চমৎকার।
সে কিরণ আহা মরি ! গতাসু যুগলোপরি,
পাণ্ডুর আননে সে দোঁহার
পড়িয়া কি অপরূপ প্রকাশ করিল রূপ,
শোভার নাহিক পার তার।
খ্রীষ্টানের আছে মত দেহান্তে জীবাত্মা যত
প্রেতাবাসে থাকে মুহ্যমান,
প্রলয় সময়ে তবে সমুত্থিত হয়ে সবে
চৈতন্য পাইবে তারা দান।
সুকৃতি দুষ্কৃতি শেষ বিচারিয়ে পরমেশ
করিবেন উচিত বিধান।
বুঝি তবে সে প্রলয়, এই রূপ জ্ঞান হয়
হেরিয়ে সে গতাসু দুজন,

এখন আসন্ন হয়, তাই এই সাধুদ্বয়,
পুণ্যময় প্রিয়দরশন,
ছিল যে সমাধিস্থিত • তাহা হ'তে সমুদ্ধৃত
হ'য়ে রয় ভূপৃষ্ঠ উপরি ;
কিন্তু মহা নিদ্রাবেশ এখনো না হয় শেষ,
তাই যেন অধিষ্ঠাত্রী পরী,
যতক্ষণ নাহি হয় চৈতন্যের অভ্যুদয়,
সসম্ভ্রমে রয়েছে প্রহরী।

এদিকেতে হাসি হাসি প্রাচী দিকে ঊষা আসি
• পরীরে দিলেক দরশন :
অমনি গগনে পরী উঠে পুন ত্বরা করি
লয়ে সেই নিঃশ্বাস রতন,
অকৃত্রিম প্রেমভরে প্রাণ বিসর্জ্জন করে
বালা যায় করিয়া রেচন।
যেই সেই উপহারে ত্রিদশালয়ের দ্বারে
করিলেক পরী আনয়ন,
জ্যোতির্ম্ময় দানবারি যিনি তথা প্রতিহারী
হইলেন প্রসন্নবদন।
দেখি পরী আশ্বাসিত, উল্লাসেতে হয় স্ফীত,
এবে হবে স্বর্গ উপার্জ্জন।
আহা কি ত্রিদিব-কুঞ্জ, কিবা তায় তরুপুঞ্জ,
স্ফাটিক-কিঙ্কিণী শোভে তায় ;

হ'তে বিভু সিংহাসন উঠিতেছে কি পবন,
পরিপূর্ণ হইয়ে সুধায়।
পরী হ'লে উপনীত উপহার সমন্বিত,
সেই বায়ু হইল উদয়,
তাহার হিল্লোলে বাজে গাছে যে কিঙ্কিণী সাজে,
ধ্বনি উঠে অতি মধুময় :
যেন অতি সমাদরে উপহারে তারা বরে,
দেখি পরী পুলকিত হয়।
আরো এক সুলক্ষণ করে পরী নিরীক্ষণ,
এখনি নয়নে ভায় তার
উজ্জ্বল তারকা সম পানপাত্র অনুপম,
সেই স্বচ্ছ সরোবর-ধার,
ত্রিদিবে জীবাত্মা যথা, গৃহীত হইলে তথা,
আগে পান করে সুধাধার।

কিন্তু তবু না ফলিল পরীর যে আশা ছিল,
কে জানে এমন হবে তার,
না হ'ল সে আপ্তকাম, দৈব পুন হ'ল বাম,
রুদ্ধ হ'ল অমৃত দুয়ার।
ত্রিদিব-বিভব আর চমকে না চোখে তার,
তাহার নন্দন আবরণ
করে দেব দ্বারবান্, বলে, হ'য়ে খিদ্যমান,
আছে পরী বিলম্ব এখন।

সতী বটে সে কুমারী, লিখিত আখ্যান তারি
রবে বিভু সিংহাসনোপরি ;
আলোকে লিখিত হবে, সে লিপি অমর সবে
প্রফুল্ল হবেন পাঠ করি।
কিন্তু দেখ দেখ পরি ! সরে না বল কি করি,
ত্রিদিবের স্ফাটিক অর্গল :
এ শ্বাস হইতে পুণ্য উপায়ন দোষশূন্য
আনিলে সে হইবে সরল।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরী আসে ভাসি শূন্যোপরি,
অপরাহ্ণ হয়েছে তখন ;
দেখে শোভা সিরিয়ার, সায়াহ্ন জ্যোতিতে তার
প্রফুল্লিত সব পুষ্পবন।
গুলাব অজস্র তথা ফুটিয়াছে যথা তথা,
শোভে তায় সায়াহ্ন কিরণ,
যেন দেখি পুষ্পরাশি সে কিরণ তায় আসি
ধীরে ধীরে করিছে শয়ন।
বিতত আকার ধরি, লেবানন-শিরোপরি,
ভানু কিবা ঝুলিছে তখন,
কে বলিবে ভানু তায় লেবানন ছটা ভায়,
যেন তার মাতার কিরণ।
লেবানন পুণ্যাচল, নানাফুলে তার তল
পূর্ণ হ'য়ে সদা কি শোভয় ;

আবার শিখর তার ' হ'য়ে কিবা শুভ্রাকার
তুষারে ডুবিয়ে নিত্য রয় :
বসন্তে চরণে ধরি, হেমন্তে মাতায় করি,
দুই ঋতু যেন সে যোজয় ।

উদ্ভাসিত চারি দিক, করে সব ঝিকমিক
রবিকরে বিচিত্র বরণে :
প্রাণিপুঞ্জ তায় কত নানারঙ্গে ইতস্ততঃ
বিহরিছে আনন্দিত মনে ।
শূন্যোপরি যেই জন স্থিতি করি নিরীক্ষণ
করে সেই সুরম্য অঞ্চল,
কি অপূর্ব্ব দেখে হায়, মায়ার রচনা প্রায়
ভায় তার নয়নে সকল ।
উপবন সুশোভন, পয়স্বিনী সুচিকণ,
তটে তার তরম্বুজ রাজি ;
একে বর্ণ স্বর্ণ প্রায়, রবিকর লাগি তায়
সেই ফল আছে কিবা সাজি ।
ভগ্ন দেবালয় কত, তাহার প্রাচীরে যত
গোধিকা করিছে বিচরণ ;
কিবা দিবাকর-করে সদা ইতস্ততঃ করে,
ঝিকিমিকি করে অনুক্ষণ ।
মাঝে মাঝে আসে যবে উড়িয়ে কপোত সবে,
ঝাঁকে ঝাঁকে ভূধর শিখরে,

আরো শোভা রমণীয়, নয়নের অতি প্রিয়,
সেই কালে বিকাশে অম্বরে —
অবিশ্রান্ত সঞ্চালন করে পক্ষ সুচিকণ
যখন অসংখ্য পারাবত,
লাগিয়া প্রতীচী-ছটা বিবিধ রঙ্গের ঘটা
হয় সেই পক্ষচয়ে কত।
আকর হইতে নীত রতনেতে কি খচিত
হইয়াছে সে পক্ষ নিচয় ?
না কি শক্রচাপ রঙ্গে রঞ্জিল বিধাতা রঙ্গে
সেই চারু পক্ষ সমুদয় ?
শক্রচাপে নাহি হয় সে শোভার পরিচয়,
মেঘ বৃষ্টি তার সহচর;
মেঘ বৃষ্টি নাহি যথা অপ্সরা-লোকেতে, তথা
যেই চাপ শোভয়ে অম্বর,
তাহার বরণ সঙ্গে, আর সে পক্ষের রঙ্গে
তুলনা সম্ভবে পরস্পর।
এদিকে পলস্তাইনে, বন্যমক্ষী কি বিপিনে
গুণ গুণ করিতেছে গান ;
হৃদয়ের আশা পূরে ফুলে ফুলে ঘূরে ঘূরে
করিছে অজস্র মধুপান।
আবার রাখালগণ হর্ষে হ'য়ে সুমগন
ছাড়িতেছে মুরলীর তান ;
মিলিয়া এ সব তান, শূন্যে করে সমুত্থান
কলরব অমৃতায়মান।

আর দিকে জরদন, পয়স্বিনী স্থচিকণ,
বহিতেছে কল কল স্বানে,
তাহার পুলিন-শোভা হয় অতি মনোলোভা
কেবা সেই স্থষমা বাখানে।
কিবা চারু তরুরাজি আছে পরিপাটী সাজি
সেই রম্য পুলিন উপরে,
কলকণ্ঠ শত শত বুলবুল পাখী কত
সেই তরু শ্রেণীতে বিহরে।
কিন্তু এই সমুদয় নিরখিয়া নাহি হয়
পরী-মনে তৃপ্তি কোন রূপে,
পক্ষ হইয়াছে শ্রান্ত, ক্ষোভে হৃদি সমাক্রান্ত,
ডুবে আছে বিষাদের কূপে।
নিরানন্দে হেরে পরী, ভানু যেন লক্ষ্য করি
আছে সেই দেবালয় প্রতি,
সৌরগণ যে মন্দিরে আরাধিত কাশ্যপিরে,
ভক্তিসহ করিত প্রণতি।
এখন সে দেবালয় প্রায় হইয়াছে লয়,
স্তম্ভগুলি আছে মাত্র তার!
উচ্চ উচ্চ স্তম্ভসারি, বিরাজিছে ছায়া তারি
কোথাও না আছে কিছু আর।
যেন সে মায়াবী কাল, যে হরে সবার কাল,
তার কাল কত হয় ক্ষয় —
ছায়াপাদে তার মান করিবারে, নিরমাণ
করেছে সে স্তম্ভ সমুদয়।

কিন্তু পরী ভাবে মনে— সেই ভানু নিকেতনে,
ভিত্তি নীচে তার লুক্কায়িত
যদি থাকে কোন রূপ অকলঙ্ক অপরূপ,
রত্নময় কবচ নিহিত ;
দিব্যাগ্নিতে যে রতন হইয়াছে আবর্ত্তন,
যে কবচ দেবতা-নির্ম্মিত।
সলোমন নামাঙ্কিত, প্রস্তরেতে সুমুদ্রিত
লিপি কোন আছে বা সেখানে,
নয়নের জ্যোতি-বলে, লইব কৌশলে কলে
পড়িয়া সে লিপি কি বাখানে।
দেখি, তত্ত্ব যদি পাই, চন্দ্র নীচে কোন ঠাঁই,
ভূপৃষ্ঠে কি সাগরে মগন
আছে সেই উপায়ন, কিম্বা মহামন্ত্র ধন,
যাহার প্রসাদে উপার্জ্জন
সহজে করিতে পারি, পতিত অপ্সরা নারী,
পুনঃ সেই শান্তি নিকেতন।

এই আশা সমুদিত হ'লে পরী প্রফুল্লিত
হ'য়ে ধায় সৌর মঠপানে ;
নভশ্চক্ষু দ্যোতমান, এখনো জাজ্বল্যমান
হাসিতেছে পশ্চিম বিমানে।
প্রতীচী রচেছে কত, হিরণ্ময় নানা মত,
কুঞ্জ আদি সায়াহ্নের তরে,

এখনো ঐশ্বর্য্য তার আছে কিবা সুবিস্তার,
যায় নাই মিলিয়া অম্বরে।
উড়িতে উড়িতে পরী ধীরে ধীরে শূন্যোপরি
হ'ল সেই স্থানে উপনীত,
বালবেক যার নাম, উপত্যকা অভিরাম,
যথা ভানু মঠ হয় স্থিত।
দেখে বন্য পুষ্প কত ফুটিয়াছে নানামত,
ইচ্ছামত যেখানে সেখানে;
সুন্দর তাদের মত, স্বইচ্ছার অনুগত,
জনেক বালক সেই স্থানে।
খেলিতেছে গাইতেছে, নানা রঙ্গে নাচিতেছে,
আবার ছুটিছে বারে বারে,
এক দৃষ্টে তাকাইয়া দুই হাত বাড়াইয়া
সুন্দর শলভ ধরিবারে।
যাহারা চমেলি-অঙ্গে বসিতেছে নানা রঙ্গে,
উড্ডীন রতন হেন ভায়:
অথবা কুসুম যেন, দেখে জ্ঞান হয় হেন,
পক্ষযুত হইয়া বেড়ায়।
ক্রমে শিশু হয় শ্রান্ত, খেলা হ'তে হয় ক্ষান্ত,
পুষ্পবনে করে সে শয়ন:
তার কাছে দেখে পরী আইল কে অশ্বোপরি;
তুল্য শ্রান্ত আপনি, বাহন।
গলদ্ঘর্ম্ম অশ্ব ছাড়ি নামিল সে তাড়াতাড়ি,
ধায় এক কুণ্ড যথা ছিল;

ত্রস্তে ব্যস্তে জল খায়, নিবারিয়া সে তৃষায়,
শিশুপানে মুখ ফিরাইল।
দেখে শিশু বসে রয়, সুকুমার অতিশয়,
কিন্তু ভয় নাহি তায় করে :
অথচ তাহার পর বিকটাস্য ভয়ঙ্কর
প্রকাশেনি কভু ভানুকরে।
একে মুখ অন্ধকার, উগ্র ভাব যে আবার
বিকাশে সে বিকট বদনে ;
তড়িত্বান জলধরে যথা একেবারে ধরে
বজ্র আর তিমির গগণে।
কত শত যে অধর্ম্ম অশেষ নৃশংস কর্ম্ম
করেছে সে পাষণ্ড দুর্জ্জন,
সাক্ষ্য কালামুখ তার দান করে সে সবার,
পরী তাহা করে দরশন।
সতীত্বের নিপাতন, দেবতার অমানন,
শপথের অন্যথাচরণ ;
অতিথির আবাহন, শেষে তার নিহনন,
তার রক্তে গৃহ-বিপ্লাবন।
স্পষ্টাক্ষরে সমুদয় সে মুখে লিখিত রয় ;
গভীর কালিমা সে লেখার।
যেমন কালিমা ধরে সেই মসি যাহা ঝরে
হইতে লেখনী বিধাতার,
নিরয়-নিয়োগ-বিধি যখন লিখেন বিধি
রুদ্ররূপে, হেরি পাপাচার ;

নাহি ঘুচে যার চিহ্ন বিভুর করুণা ভিন্ন,
প্রসন্নতা বারি ভিন্ন তাঁর।
এখন সে দুষ্টমতি হ'যে আছে শান্ত অতি
বুঝি সায়ংকালের প্রভাবে ;
শিশুটি কি সুকুমার! খেলিতেছে চমৎকার!
শুয়ে তাই দেখে মৃদুভাবে।
কিন্তু যেই দুজনার চকোচোকী হয় আর
পাষণ্ডের কপিল নয়ন,
যেন মিড় মিড় করে, শিশুর নয়নে ক্ষরে
যেন কত প্রফুল্ল কিরণ।
পাপের উৎসবে বাতী উজলিয়া সারারাতি
নিষ্প্রভ হইয়া যথা রয়,
প্রভাতের নিরমল রবিকর সমুজ্জ্বল
বর্ষে তদুপরি যে সময়।

এদিকে ভাস্কর চলে ধীরে ধীরে অস্তাচলে,
উপাসনা কাল উপস্থিত ;
শিরিয়ার শত শত মসিদ আছিল যত,
সব হ'তে হ'ল সমুত্থিত
আবাহন মধুস্বরে বিভুর পূজার তরে,
আজান যে হয় অভিহিত।
শুনি শিশু চমকিয়ে বসে পুষ্প শয়নীয়ে,
যথা ছিল করিয়া শয়ন :

সে সুরভি স্থলোপরি দক্ষিণাভিমুখ করি,
জানু পাতি বসিল তখন।

যেন পুণ্য মূর্ত্তিমান! সেই শিশু রূপবান
কচি মুখে আধ আধ স্বরে
মহেশের সুমহান সনাতন নাম গান
কেমন মধুর ভাবে করে!
কিবা দেখাইছে তায়, উপবিষ্ট আছে ঠায়,
কৃতাঞ্জলি পুটে ঊর্দ্ধমুখে,
তাকাইয়া এক তানে উজ্জ্বল গগন পানে
উদ্ভাসিত অরুণ ময়ূখে।
হেরি চারু পুষ্পবন, ছাড়ি নিজ সঙ্গিগণ
যেন সুরশিশু এক জন
দেবলোক হ'তে আসে নাহি দেখি আসে পাশে
করিবারে কুসুম চয়ন;
চমক হইল যেই ব্যাকুল হইয়া সেই
তত্ত্ব করে নিজ নিকেতন।
অপূর্ব্ব সে দরশন, নভঃস্থল সুচিকণ,
শিশু বিভু-সেবায় মগন!
ধন্য শিশু, ধরা ধন্য, সে যে স্বর্গ নহে অন্য,
কিবা দৃশ্য নয়ন-তর্পণ!
দাম্ভিক দনুজপতি, ইবলিস* পাপমতি,
মনুজে অবজ্ঞা এত যার,

---

* মশলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে ইবলিস ঈশ্বরদ্রোহী পাপাত্মা দানবদিগের

সেও হ'ত ক্ষুব্ধচিত, যদিচ সে নিরখিত,
শিশুর সম্পদ অধিকার,
হেরিয়া হইত মনে দিব্য ভোগে দিব্য ধনে,
ঘুচেছে যে সব এবে তার।

কিন্তু সে শিশুর কাছে যে পাষণ্ড শুয়ে আছে,
তার মনে হয় কি ভাবনা ?
জীবনের স্রোত তার বহে যেন অন্ধকার,
স্মৃতি তার করে আলোচনা।
বিবাদ দুরিত রাশি যাইতেছে ভাসি ভাসি,
সেই স্রোতে প্রতিবর্ষ সনে,
তিলেক বিমল স্থান করিবারে অবস্থান
নাহি ঠেকে স্মৃতির নয়নে :
করিয়া সে আলোচনা না মিলে প্রসাদ-কণা
সান্ত্বনা করিতে সে দুর্জ্জনে।
দারুণ নির্ব্বেদ হয় পাষণ্ডের সে সময়,
মৃদুস্বরে শিশুরে সে ভাষে —
হে শিশু তোমার সম ছিল এক কাল মম,
বলি শুন তোমার সকাশে ;
বিমল তোমার প্রায় হয়ত ছিলাম হায় !
পূজিতাম বিভুরে প্রয়াসে।
"ইদানী যে হায় হায় কব আর কি তোমায়,"
বলি লজ্জা নম্রমুখে রয় ;

পতি। ঈশ্বরাদেশে মানবজাতির আদিম পুরুষকে সম্মান করিতে অসম্মত হওয়াতে তাহার পতন হয়।

যত সাধু লক্ষ্য আর উচ্চ আশা ছিল তার
স্মৃতিপটে হইল উদয়।
অভিভূত সেই সব হ'য়েছিল আশৈশব,
এখন হইল জাগরিত,
ঘন ঘন শ্বাস বয়, চোখে জল নাহি রয়,
দর দর হয় বিগলিত।

পাবন সে বাষ্পজল, ঝরে যাহা গলগল,
অনুতাপ হ'লে হৃদি গত,
কলুষমোচন বারি প্রবাহেতে হয় তারি
বিমল আনন্দ উপগত।
বিশুদ্ধ আনন্দ আহা! অশুদ্ধ হৃদয় যাহা
প্রথমেতে করে আস্বাদন,
হয় সে উদয় সেই পাতকী করয়ে যেই
অনুতাপ অশ্রু বরষণ।

আষাঢ়ে মিশর দেশে দারুণ উত্তাপ ক্লেশে
সবে যবে করে হাহাকার,
সুধাংশু হইতে ঝরি পড়ে শুষ্ক পৃথ্বুপরি
সুধাবিন্দু এক চমৎকার।
রোগ জ্বালা সব হরে, সুস্থতা বিস্তার করে,
এই ধর্ম্ম সে বিন্দুর হয়;
ভেদ করি বায়ুরাশি সে বিন্দু নামিয়ে আসি
মহীতল করিলে আশ্রয়

এমনি প্রভাব তার, ভূমেতে পড়েছে আর
রোগ তাপ সকল পলায়।
ক্ষিতি বায়ু স্নিগ্ধ হয়, ভূঁচর খেচর রয়
জীবন্ত ভাবেতে পুনরায়।
তেমতি, স্বগত পরী বলে দুষ্টে লক্ষ্য করি,
রে দুরাত্মা সে বিন্দু সমান
হয় নাকি অনুতাপ— জনিত নয়ন আপ
যায় তোর ভাসিছে বয়ান।
এত যে অন্তরে তোর কলুষ বিকার ঘোর,
সকল করিল পলায়ন,
অনুতাপ অশ্রুজল বয়ে তোর গণ্ডস্থল
হইতে না হইতে পতন।
বলিতে বলিতে পরী দেখে, হাত যোড় করি
জানু পাতি বসি শিশুপাশে
দীনভাবে সে দুর্জ্জন ভজিছে পরম ধন;
গ্রহরাজ কেমন আকাশে
একই কিরণে বরে অসাধু ও সাধুবরে
একেবারে মনের উল্লাসে।
এ দিকে ত্রিদশালয় আনন্দে ধ্বনিত হয়,
দেবগণ হরষে মগন,
পাপার উদ্ধার হয়, ঘোষণা করেন জয়
করি বিভু মহিমা কীর্ত্তন।

ভানু হয় অস্তমিত, তবু রয় অবস্থিত
গরুড় আকৃতি সে দুজনে:

এমন সময়ে ভায় কিবা এক জ্যোতি হায় !
তুলনা না হয় তার সনে
তারকা তপন কর এমন সে মনোহর ;
সে জ্যোতি চমকে সেই জলে,
যেই জল উথলিয়ে হ'তে অনুতপ্ত হিয়ে
বহিছে পাতকী-গণ্ডস্থলে ।
নরে দেখি করে মনে, উল্কাপাত উদ্ভাসনে
এ আলোক বিকাশে ধরায়,
কিন্তু পরী জানে তত্ত্ব, হর্ষে হয় সে উন্মত্ত,
নিজ মুক্তি-পথ হেরে তায় ।
বুঝিল, ত্রিদিব-দ্বারী পূজ্যবর দানবারি
দৃষ্টিপাত করে স্মিতাননে
সেই পুণ্য অশ্রুজলে, তাইতে ধরণীতলে
আলো হয় হাস্যের কিরণে ।
জ্যোতি যেন আবাহন করে সেই অশ্রুধন
যাইবারে ত্রিদিব দুয়ারে,
অমনি লইয়া তায় উল্লাসেতে পরী ধায়
দিতে তথা সেই উপহারে ।

কি আনন্দ বলে পরী সৌভাগ্য আ মরি মরি !
হ'ল মোর ব্রত উদ্যাপন,
মুক্ত হ'ল স্বর্গদ্বার, আইলাম তার পার
হ'ল মোর স্বর্গ উপার্জ্জন !

তোর কাছে স্বর্গধাম না লাগে সাদুকিয়াম *
প্রাসাদ শিখর সব তার,
হীরকে খচিত কিবা কিন্তু যেন তার বিভা
তোর কাছে লাগে অন্ধকার।
কুসুম নিকুঞ্জচয়, মধুর সৌরভময়,
বিরাজে অমরাবাদে † কত,
তোমার সৌরভ কাছে গৌরব কি তার আছে,
লাজে থাকে হ'য়ে অবনত।

বিদায় বিদায় হই পার্থিব সৌরভ অয়ি!
তুমি হও বিনাশ-অধীন,
যেমন নায়ক-প্রীতি, বাক্যেতে যাহার স্থিতি,
বাক্য সহ ব্যোমে হয় লীন।
বাস, মুক্তি-তরুতল আহার, তাহার ফল
হইবে হে আমার এখন,
তার সুধাময় বাস, সে যে অনন্তের শ্বাস,
হবে মোর ইদানী সেবন।
বিদায় বিদায় হই হে পুষ্প তোমারে কই,
ক্ষণধ্বংসী তুমি অতিশয়,

---

* সাদুকিয়াম অর্থাৎ আনন্দময় রাজ্য। জিনিস্থান অথব অপ্সরোলোকের জনপদ বিশেষের নাম।

† জিনিস্থানের নগর বিশেষের নাম।

শোভে বটে চমৎকার ভোমাতে আমার হার,
কিন্তু শোভা আশু হয় লয়।
অপার সুষমা যার, •সে পুষ্পও হয় ছার
পারিজাত কুসুম সকাশে,
সজীব সে পুষ্প হয় দলে দলে প্রাণ রয়,
ফুটে বিভুসিংহাসন-পাশে।
কি আনন্দ বলে পরী সৌভাগ্য আমরি মরি!
হ'ল মোর ব্রত উদ্যাপন,
মুক্ত হ'ল স্বর্গদ্বার আইলাম তার পার
হ'ল মোর স্বর্গ উপার্জ্জন!

সমাপ্ত।
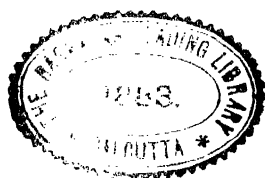
ভ্রম সংশোধন।

---

১২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় টীকায় "মিরিশ—মিশরের দেশ বিশেষের নাম" ইহার পরিবর্ত্তে "মিরিশ—মিশরের হ্রদ বিশেষের নাম" পাঠ করিতে হইবে।